২০০৯-২০১৩ সন পর্যন্ত
লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক
গৃহীত কার্যক্রম ও অর্জিত সাফল্য

জুন ২০১৪

লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

২০০৯-২০১৩ সন পর্যন্ত
লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
কর্তৃক
গৃহীত কার্যক্রম ও অর্জিত সাফল্য

প্রকাশকাল: জুন ২০১৪

লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

২০০৯-২০১৩ সন পর্যন্ত
লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
কর্তৃক
গৃহীত কার্যক্রম ও অর্জিত সাফল্য

মুদ্রণেঃ
রংধনু প্রিন্টার্স
১২৪, আরামবাগ, ঢাকা-১০০০

প্রকাশনায়ঃ লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পুস্তিকা প্রকাশনা পর্ষদ

উপদেষ্টাঃ আনিসুল হক, মন্ত্রী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

সার্বিক তত্ত্বাবধানঃ মোহাম্মদ শহিদুল হক, সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ।

কার্যনির্বাহী কমিটিঃ

১।	নাসরিন বেগম, অতিরিক্ত সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ	-	আহবায়ক।
২।	মোঃ ইসরাইল হোসেন, যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন), লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ	-	সদস্য।
৩।	ছায়েদ আহম্মদ, যুগ্ম-সচিব (ড্রাঃ), লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ	-	সদস্য।
৪।	মোহাম্মদ জিয়া উদ্দীন, সিস্টেম এনালিস্ট, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ	-	সদস্য।
৫।	দীপংকর বিশ্বাস, সিনিয়র অনুবাদ কর্মকর্তা, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ	-	সদস্য।
৬।	মোঃ শাহজাহান মিয়া, অনুবাদ কর্মকর্তা, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ	-	সদস্য।
৭।	মোঃ মাহবুবুর রহমান, সিনিয়র সহকারী সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ	-	সদস্য-সচিব।

সার্বিক সহযোগিতাঃ

১। কাজী আরিফুজ্জামান, উপ-সচিব (প্র:)।
২। মোহাম্মদ আব্দুল হালিম, সিনিয়র সহকারী সচিব (প্র:-২)।
৩। মোঃ জুলহাজ আলী সরকার, সহকারী সচিব (প্র:-১)।

মোঃ আবদুল হামিদ

রাষ্ট্রপতি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

শেখ হাসিনা

প্রধানমন্ত্রী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আনিসুল হক

মন্ত্রী

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মোহাম্মদ শহিদুল হক

সচিব

লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের ওয়েবসাইটের চিত্র।

ল'জ অব বাংলাদেশ এর ওয়েবসাইটের চিত্র।

লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণের জন্য বাংলাদেশের আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়া বিষয়ক প্রশিক্ষণে বক্তব্যরত মাননীয় আইনমন্ত্রী জনাব আনিসুল হক।

"প্রমোটিং একসেস্ টু জাস্টিস এন্ড হিউম্যান রাইটস ইন বাংলাদেশ" প্রকল্প কর্তৃক আয়োজিত ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ সংশোধন বিষয়ক মতবিনিময় সভার চিত্র।

"প্রমোটিং একসেস্ টু জাস্টিস এন্ড হিউম্যান রাইটস ইন বাংলাদেশ" প্রকল্পের আওতায় ২০০৯ সালে কানাডায় এডিআর, কেইস ম্যানেজমেন্ট এন্ড বাইলিংগুয়াল ট্রান্সলেশন বিষয়ক শিক্ষা সফরে অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিদল এবং কানাডীয় কর্মকর্তাবৃন্দ

"প্রমোটিং একসেস্ টু জাস্টিস এন্ড হিউম্যান রাইটস ইন বাংলাদেশ" প্রকল্প কর্তৃক আয়োজিত ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ সংশোধন বিষয়ক মতবিনিময় সভার চিত্র।

"প্রমোটিং একসেস্ টু জাস্টিস এন্ড হিউম্যান রাইটস ইন বাংলাদেশ" প্রকল্প কর্তৃক আয়োজিত সিংগাপুরে শিক্ষা সফরে সাবেক আইন প্রতিমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশের প্রতিনিধি দল এবং সিংগাপুরের কর্মকর্তাবৃন্দ।

"প্রমোটিং একসেস্ টু জাস্টিস এন্ড হিউম্যান রাইটস ইন বাংলাদেশ" প্রকল্প কর্তৃক আয়োজিত মালয়েশিয়া শিক্ষা সফরে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সচিব
জনাব মোহাম্মদ শহিদুল হক এর নেতৃত্বে বাংলাদেশের প্রতিনিধি দল এবং মালয়েশিয়ার কর্মকর্তাবৃন্দ।

"প্রমোটিং একসেস্ টু জাস্টিস এন্ড হিউম্যান রাইটস ইন বাংলাদেশ" প্রকল্প কর্তৃক আয়োজিত সাবেক আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ এর নেতৃত্বে নেদারল্যান্ডস সফররত প্রতিনিধিদলের সাথে আন্তর্জাতিক স্থায়ী সালিস আদালত এর প্রেসিডেন্ট।

"প্রমোটিং একসেস্ টু জাস্টিস এন্ড হিউম্যান রাইটস ইন বাংলাদেশ" প্রকল্প কর্তৃক আয়োজিত সাবেক আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ এর নেতৃত্বে নেদারল্যান্ডস সফররত প্রতিনিধিদলের সাথে আন্তর্জাতিক আদালত এর প্রধান বিচারপতি।

"প্রমোটিং একসেস্ টু জাস্টিস এন্ড হিউম্যান রাইটস ইন বাংলাদেশ" প্রকল্প কর্তৃক আয়োজিত সাবেক আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ এর নেতৃত্বে বেলজিয়াম সফররত প্রতিনিধিদলের সাথে বেলজিয়ামের স্পীকার।

"প্রমোটিং একসেস্ টু জাস্টিস এন্ড হিউম্যান রাইটস ইন বাংলাদেশ" প্রকল্প কর্তৃক আয়োজিত "আইন প্রণয়ন প্রদ্ধতি সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ" শীর্ষক অনুষ্ঠানে মঞ্চে উপবিষ্ট মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনিসুল হক, সচিব জনাব মোহাম্মদ শহিদুল হক এবং UNDP এর প্রতিনিধি Mr. Christian John Eldon।

পলিসি এডভোকেসী এন্ড লেজিসলেটিভ রিফর্ম প্রকল্পের আওতায় বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান।

পলিসি এডভোকেসী এন্ড লেজিসলেটিভ রিফর্ম প্রকল্পের আওতায় লিগ্যাল এডুকেশন এন্ড ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে আয়োজিত আইনজীবীগণকে প্রশিক্ষণ প্রদানের চিত্র।

পলিসি এডভোকেসী এন্ড লেজিসলেটিভ রিফর্ম ফর চিলড্রেন প্রকল্প এর লঞ্চিং ওয়ার্কশপ ।

পলিসি এডভোকেসী এন্ড লেজিসলেটিভ রিফর্ম ফর চিলড্রেন প্রকল্প- এর আওতায় শিশু আইন, ২০১৩-এর উপর অনুষ্ঠিত ওরিয়েন্টেশন ওয়ার্কশপ ।

পলিসি এডভোকেসী এন্ড লেজিসলেটিভ রিফর্ম ফর চিলড্রেন প্রকল্পের আওতায় শিশু আইন, ২০১৩ এর উপর ঢাকায় অনুষ্ঠিত ওরিয়েন্টেশন ওয়ার্কশপ।

পলিসি এডভোকেসী এন্ড লেজিসলেটিভ রিফর্ম ফর চিলড্রেন প্রকল্পের আওতায় শিশু আইন, ২০১৩ এবং কিশোর বিচার ব্যবস্থার উপর নওগাঁ জেলায় অনুষ্ঠিত ওরিয়েন্টেশন ওয়ার্কশপ।

পলিসি এডভোকেসী এন্ড লেজিসলেটিভ রিফর্ম ফর চিলড্রেন প্রকল্পের আওতায় শিশু আইন, ২০১৩ এবং কিশোর বিচার ব্যবস্থার উপর নওগাঁ জেলায় অনুষ্ঠিত ওরিয়েন্টেশন ওয়ার্কশপ।

পলিসি এডভোকেসী এন্ড লেজিসলেটিভ রিফর্ম ফর চিলড্রেন প্রকল্প কর্তৃক পুলিশ স্টাফ কলেজে পুলিশ কর্মকর্তা, প্রবেশন কর্মকর্তা ও আইনজীবীগণের জন্য আয়োজিত প্রশিক্ষণের চিত্র।

ICRVAW প্রকল্প কর্তৃক বরিশাল সার্কিট হাউসে অনুষ্ঠিত Orientation Programme এ বক্তব্যরত লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিভাগের সচিব জনাব মোহাম্মদ শহিদুল হক।

ICRVAW প্রকল্প কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ।

ICRVAW প্রকল্প- এর আওতায় মেহেরপুরে অনুষ্ঠিত ওরিয়েন্টেশন ওয়ার্কশপ ।

ICRVAW প্রকল্প- এর আওতায় লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের
কর্মকর্তাগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান।

ICRVAW প্রকল্প- এর আওতায় বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান।

লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিভাগের সচিব জনাব মোঃ শহিদুল হক কর্তৃক জুডিসিয়াল ও সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটগণকে প্রশিক্ষণ প্রদানের চিত্র।

পুস্তিকা প্রস্তুত ও প্রকাশনা সম্পর্কিত কার্যনির্বাহী কমিটির আহ্বায়ক ও সদস্যবৃন্দ।

উপক্রমণিকা

আইনের মাধ্যমে উন্নয়ন এবং জনগণের মৌলিক চাহিদাসমূহ পূরণক্রমে সুখী ও সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রচলিত আইনের সংশোধন এবং বিশ্বায়নের সাথে তাল মিলিয়ে নতুন আইন প্রণয়নের সামর্থ্য বিনির্মাণকল্পে ২০০৯ সনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক ইচ্ছায় লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ফলে রাষ্ট্রের আইন ও আইনের কার্যকরতা সম্পন্ন দলিলাদি প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় নির্বাহী বিভাগের সমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

সুসংহত আইনি কাঠামো বিনির্মাণের ক্ষেত্রে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এ বিভাগের কর্মকর্তাগণ তাদের শ্রম, মেধা ও অভিজ্ঞতার সমন্বয় ঘটিয়ে সরকারের আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত পদক্ষেপগুলো বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অবিরত সহায়তা প্রদান করে চলেছে। যার ফলশ্রুতিতে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে সরকার উল্লেখযোগ্য সফলতা লাভ করেছে।

এ বিভাগের সহায়তায় ২০০৯-২০১৩ সময়কালে সর্বমোট ২৭১টি আইন, ২৯টি অধ্যাদেশ, ৮১০টি চুক্তি এবং ১৮৭৪ টি সংবিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপন প্রণয়নের পাশাপাশি আইনি ব্যবস্থায় জনগণের অভিগম্যতা এবং সকলের কাছে আইনের সহজবোধ্যতা ও সহজলভ্যতা নিশ্চিতকরণ এবং আন্তর্জাতিক চাহিদা পূরণের জন্য এ বিভাগের অনুবাদ দপ্তর হতে শতাধিক আইন, বিধিমালা, চুক্তি ও সমঝোতা-স্মারকের নির্ভরযোগ্য অনূদিত পাঠ প্রণয়ন করা হয়েছে।

উক্ত সময়কালে অসাংবিধানিক পন্থায় রাষ্ট্রক্ষমতা গ্রহণ বন্ধ করে জনগণের ক্ষমতায়নের নিমিত্ত ১৯৭২ সনে প্রণীত মূল সংবিধানের চেতনা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে সংবিধান সংশোধন করা হয়েছে। ১৯৭১ সনের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন আন্তর্জাতিক আইনের অধীন সংঘটিত মানবতা বিরোধী বিভিন্ন অপরাধ যেমন- গণহত্যা, যুদ্ধাপরাধ, অগ্নিসংযোগ, ইত্যাদি অপরাধের বিচার অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে বিদ্যমান আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন করে জাতিকে কলংকমুক্ত করার পথ সুগম করা হয়। এতদ্প্রয়োজনে International Crimes (Tribunals) Act, 1973 এ প্রয়োজনীয় সংশোধন আনয়ন করা হয়েছে। উক্ত সময়কালে প্রণীত আইনসমূহের মধ্যে জনকল্যাণমূলক ও গুরুত্বপূর্ণ অনেক আইন রয়েছে। এসব আইনের মধ্যে নির্বাচন কমিশন সচিবালয় আইন, ২০০৯, ভোটার তালিকা আইন, ২০০৯, সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯, ট্রেডমার্ক আইন, ২০০৯, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯, পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প (ভূমি অধিগ্রহণ) আইন, ২০০৯, সরকারি অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৯, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০০৯, জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন আইন, ২০১০, বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি আইন, ২০১০, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন, ২০১০, বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০, বাংলাদেশ গ্যাস আইন, ২০১০, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন, ২০১০, রিয়েল এস্টেট উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০, বিদ্যুৎ ও জ্বালানীর দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক আইন, ২০১০, জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন, ২০১০, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ আইন, ২০১০, জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) আইন, ২০১১, সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১, অপরাধ সম্পর্কিত বিষয়ে পারস্পরিক সহায়তা আইন, ২০১২, মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২, ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১২, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট আইন, ২০১২, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১২, পাওয়ার অব অ্যাটর্ণি আইন, ২০১২, হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন, ২০১২, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক

শিশু আইন, ২০১৩, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইন, ২০১৩, পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৩, ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য (নিবন্ধন ও সুরক্ষা) আইন, ২০১৩ উল্লেখযোগ্য। সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়বে। প্রণীত এ সকল আইনের প্রয়োগে ইতোমধ্যে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে যুগান্তকারী পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণ হিসেবে ২০১০ সনে প্রণীত বিদ্যুৎ ও জ্বালানীর দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন উল্লেখযোগ্য। এ আইনের যথাযথ ব্যবহারে বিদ্যুৎ ও জ্বালানী খাতে প্রভূত উন্নয়ন সাধিত হয়েছে।

বর্তমান সরকারের অন্যতম একটি লক্ষ্য ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নে এ বিভাগ অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা রেখেছে। এ বিভাগের আইসিটি সেল কর্তৃক প্রচলিত আইনের হালনাগাদ অবস্থা নিয়মিত ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়। পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে বাংলাদেশে প্রচলিত যে কোন আইনের হালনাগাদ অবস্থা সম্পর্কে জানা যায়।

বর্তমান সরকারের গৃহীত অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সু-শাসন সম্পর্কিত কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে ২০০৯-২০১৩ সময়কালে এ বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলির সংক্ষিপ্ত-সার প্রতিবেদন আকারে এ পুস্তিকায় উপস্থাপনের ক্ষুদ্র প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে।

সূচিপত্র

প্রতিবেদন-সংক্ষেপ

প্রথম অধ্যায়

লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ প্রতিষ্ঠা ও উহার সাংগঠনিক কাঠামো, ইত্যাদি

১. লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ প্রতিষ্ঠা

২. লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো

দ্বিতীয় অধ্যায়

লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের কর্মপরিধি

তৃতীয় অধ্যায়

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী এবং লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের জনবল

১. আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী

২. লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের জনবল

চতুর্থ অধ্যায়

লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের উল্লেখযোগ্য সাফল্য

১. দ্রুততার সাথে নথি নিষ্পত্তি

২. ২০০৯-২০১৩ সনে প্রণীত উল্লেখযোগ্য আইনের বর্ণনা

৩. বাজেট সংক্রান্ত বিষয়াবলি

৪. আইসিটি সেল কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলি

৫. অনুবাদ সম্পর্কিত বিষয়াবলি

৬. সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ এবং এর আলোকে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক সংবিধানের নতুন মুদ্রিত কপি প্রকাশ

পঞ্চম অধ্যায়

লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সংযুক্ত সংস্থাসমূহ

১. জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

২. আইন কমিশন

ষষ্ঠ অধ্যায়

লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক গৃহীত উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

১. "প্রমোটিং একসেস্ টু জাস্টিস এন্ড হিউম্যান রাইটস্ ইন বাংলাদেশ" প্রকল্প

২. "পলিসি এডভোকেসী এন্ড লেজিসলেটিভ রিফর্ম" প্রকল্প

৩. "পলিসি এডভোকেসী এন্ড লেজিসলেটিভ রিফর্ম ফর চিলড্রেন" প্রকল্প

৪. "নারী নির্যাতন হ্রাসে সিডো এর বাস্তবায়ন (আইসিআরভিএডব্লিউ)" প্রকল্প

সপ্তম অধ্যায়

২০০৯-২০১৩ সনে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সহায়তায় প্রণীত আইন ও অধ্যাদেশসমূহের তালিকা

অষ্টম অধ্যায়

২০০৯-২০১৩ সনে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সহায়তায় প্রণীত উল্লেখযোগ্য এস.আর.ও. সমূহের তালিকা

নবম অধ্যায়

২০০৯-২০১৩ সনে মুদ্রণ ও প্রকাশনা শাখা কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তকসমূহের তালিকা

প্রতিবেদন-সংক্ষেপ

২০ জানুয়ারি, ২০১৪ তারিখে মন্ত্রিসভা বৈঠকে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/বিভাগ বিগত পাঁচ বছরে সরকারের গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে প্রতিবেদন প্রস্তুত করে তা প্রকাশ ও স্ব স্ব ওয়েবসাইটে আপলোড করবে এবং স্ব স্ব ওয়েবসাইট নিয়মিত হালনাগাদ রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। উক্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিভাগ কর্তৃক বিগত পাঁচ বছরে সম্পাদিত কার্যক্রম বিষয়ে এ প্রতিবেদন প্রস্তুত ও পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করা হয়েছে।

আইন, অধ্যাদেশ, বিধিমালা, প্রবিধানমালা এবং আইনের ক্ষমতাসম্পন্ন অন্যান্য ইনস্ট্রুমেন্ট এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চুক্তি, কনভেনশন, ট্রিটি, ইত্যাদির খসড়া প্রণয়ন ও নিরীক্ষাসহ লেজিসলেটিভ ড্রাফটিং সংক্রান্ত কার্যাবলি, আইন, ইত্যাদির অনুবাদ এবং বিচার, নিবন্ধন ও এতদ্‌সংশ্লিষ্ট অবকাঠামোগত যাবতীয় দায়িত্ব জনস্বার্থে সুচারুরূপে সম্পন্নের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠন করে বিগত ২৩/১২/২০০৯ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মপবি ৪/(১)/২০০৯-বিধি/১৭৬ স্মারকমূলে আইন ও বিচার বিভাগ এবং লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ নামে দুটি বিভাগ গঠন করে।

আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় ২০০৯-২০১৩ সময়কালে সরকারের অর্থনৈতিক ও সামাজিক খাতে অর্জন বিষয়ে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক অনেক গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি সম্পাদন করা হয়। এ সময় এ বিভাগ কর্তৃক ২৭১টি আইনের খসড়া প্রণয়ন ও নিরীক্ষা, ২৯টি অধ্যাদেশের খসড়া প্রণয়ন ও জারি, ১৮৭৪টি প্রজ্ঞাপন নিরীক্ষা ও জারি এবং ৭৬টি আইন, অধ্যাদেশ, বিধিমালা অনুবাদ এবং ২২টি সংকলন প্রকাশ করা হয়।

উক্ত কার্যক্রমের উপর এ প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রতিবেদনটি বিষয়বস্তুর আলোকে ৯টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট এবং এ বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো বর্ণনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে Rules of Business, 1996 এর আলোকে এ বিভাগের কর্মপরিধি বর্ণনা করা হয়েছে এবং উক্ত Rules অনুসারে যে সকল ক্ষেত্রে সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগকে আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে এ বিভাগের সাথে পরামর্শ করার বিধান রয়েছে তা উল্লেখ করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে এ বিভাগের জনবল সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা রয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক উক্ত সময়ে অর্জিত সাফল্যের বর্ণনা রয়েছে। এ অধ্যায়ে সরকারের বিগত পাঁচ বছরে (২০০৯-২০১৩) প্রণীত উল্লেখযোগ্য আইনসমূহ প্রণয়নের প্রেক্ষাপট এবং উহা প্রণয়নের ফলে যে উদ্দেশ্য সাধিত হবে তা উল্লেখ করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে এ বিভাগ কর্তৃক এমটিবিএফ পদ্ধতিতে বাজেট প্রণয়ন সংক্রান্ত তথ্য এবং এ বিভাগের অনুকূলে উক্ত পাঁচ বছরে বাজেট বরাদ্দ সংক্রান্ত তথ্য বর্ণিত হয়েছে। বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এ বিভাগে একটি আইসিটি সেল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে আইসিটি সেলে কর্মরত জনবল সম্পর্কে এবং উক্ত সেলের কার্যাবলিও বর্ণনা করা হয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে এ বিভাগে একটি ওয়েবসাইট চালু করা হয়েছে যা আইসিটি সেলের মাধ্যমে তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করা হয়। ওয়েবসাইটে 'ল'জ অব বাংলাদেশ" (http://bdlaws. minlaw. gov.bd/) শিরোনামে একটি ওয়েবসাইটের লিংক রয়েছে যার মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রচলিত আইনসমূহ হালনাগাদ করা হচ্ছে। পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে বাংলাদেশে প্রচলিত যে কোন আইনের সর্বশেষ অবস্থা জানা সম্ভব হচ্ছে, যা অতীতে সম্ভব ছিল না। হালনাগাদকৃত আইন জনসাধারণের নিকট সহজলভ্য করা একটি চলমান প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ওয়েবসাইটে সহজে আইন প্রাপ্তির ফলে সর্বস্তরে আইনের চর্চা ও কার্যকর প্রয়োগ বৃদ্ধি পাবে। আইনের অভিগম্যতার অবারিত সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এটি মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত এবং ডিজিটাল

বাংলাদেশ গড়ার অংশ হিসেবে ইহা একটি অনন্য সাফল্য। বর্তমানে এ বিভাগের কর্মকর্তাগণের কম্পিউটারে Local Area Network (LAN) এর মাধ্যমে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। এর ফলে কর্মকর্তাগণ অতি দ্রুত দেশে ও বিদেশে তথ্য আদান প্রদান ও যোগাযোগ স্থাপন এবং ইন্টারনেটের বিশাল তথ্য ভাণ্ডার হতে তথ্য সংগ্রহপূর্বক তা দাপ্তরিক কাজে ব্যবহার করছেন। এ বিভাগের সকল কর্মকর্তার legislativediv ডোমেইন এর অধীন ই-মেইল এড্রেস খোলা হয়েছে। এ বিভাগ জাতীয় ই-তথ্যকোষের সদস্য হয়েছে যাতে ভবিষ্যতে ই-কোষে কনটেন্ট আপডেট করা যাবে এবং যার মাধ্যমে সাধারণ জনগণ উপকৃত হবে। এ অধ্যায়ে এ বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত অনুবাদ কার্যক্রম সম্পর্কেও বর্ণনা করা হয়েছে। এ বিভাগ কর্তৃক ইংরেজি বা বাংলায় প্রণীত আইন, অধ্যাদেশ, বিধিমালা, প্রবিধানমালা, গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চুক্তি, সমঝোতা স্মারকসহ যে কোন আইনগত দলিল বাংলা হতে ইংরেজিতে এবং ইংরেজি হতে বাংলায় অনুবাদ করা হয়ে থাকে। সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা পূরণকল্পে এবং বাংলা ভাষা প্রচলন আইন, ১৯৮৭ প্রতিপালনের জন্যও সকল আইনের অনূদিত নির্ভরযোগ্য বাংলা পাঠ থাকা বাঞ্ছনীয়। ২০০০ সালে মন্ত্রিসভায় ইংরেজিতে প্রণীত আইনগুলো বাংলায় অনুবাদের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সরকারের উদার অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি, বৈদেশিক বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণ, আন্তর্জাতিক সম্পর্কোন্নয়নের ক্ষেত্রে বিশেষত ব্যবসায় ও অর্থনৈতিক আইনের ইংরেজি অনুবাদ অত্যন্ত প্রয়োজন। তাই এ সকল আইনের ইংরেজি পাঠ প্রণয়ন করা হচ্ছে এবং মন্ত্রিসভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশে প্রচলিত ইংরেজিতে প্রণীত আইনগুলোর বঙ্গানুবাদ শুরু হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সংযুক্ত সংস্থাসমূহ এবং উহাদের সাফল্য সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। এ বিভাগের সংযুক্ত দুটি সংস্থা জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এবং আইন কমিশন। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন একটি সংবিধিবদ্ধ স্বাধীন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে মানবাধিকার সংরক্ষণ ও প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। কমিশন তার আইনগত দায়িত্বের অংশ হিসেবে মানবাধিকার লঙ্ঘন বা লঙ্ঘনের আশঙ্কা দূর করার জন্য নাগরিকদের অভিযোগ গ্রহণ, অনুসন্ধান, তদন্ত ও মীমাংসা বা নিষ্পত্তি করে চলেছে। এ লক্ষ্যে কমিশন গত পাঁচ বছরে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণ কর্তৃক পাবলিক সার্ভেন্ট বা আইন শৃংখলা বাহিনীসহ বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে দায়ের করা ১৮৪৭টি অভিযোগ গ্রহণ করে এবং ১৩৯২টি নিষ্পত্তি করে। এছাড়া, দেশে মানবাধিকার সংস্কৃতি বিকশিত করার জন্য কমিশন মানবাধিকার রক্ষায় এবং প্রসারের লক্ষ্যে কর্মশালা, মতবিনিময় সভা, প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করেছে এবং হাসপাতাল পরিদর্শন করেছে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন স্বল্পতম সময়ে মানবাধিকার বিষয়ে আপামর জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করে সাধারণ মানুষের আস্থা ও আশ্রয়ের স্থল হিসেবে বিশেষ স্থান দখল করে নিতে সক্ষম হয়েছে। বিভিন্ন জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রচলিত আইনসমূহের যুগোপযোগী সংস্কার, অচল আইনসমূহ বাতিল এবং প্রয়োজনে নতুন আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে সরকারের নিকট সুপারিশ প্রদান করার লক্ষ্যে আইন কমিশন প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ অধ্যায়ে আইন কমিশন কর্তৃক বিগত পাঁচ বছরে সম্পাদিত কার্যের বিবরণ রয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের উন্নয়ন কার্যক্রম সংক্রান্ত সাফল্য ও অগ্রগতি বর্ণনা করা হয়েছে। বিগত পাঁচ বছরে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কতিপয় প্রকল্প গ্রহণ করেছে। তার মধ্যে দুটি প্রকল্প সফলতার সাথে কার্যক্রম সমাপ্ত করেছে। তিনটি প্রকল্প চলমান রয়েছে। ইউনিসেফ এর আর্থিক সহায়তায় লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক 'পলিসি এডভোকেসী এন্ড লেজিসলেটিভ রিফর্ম' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। শিশু সংক্রান্ত বিদ্যমান আইনসমূহ যুগোপযোগী করা এবং শিশু বান্ধব প্রক্রিয়ায় শিশুর ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে বিদ্যমান কিশোর বিচার ব্যবস্থার পুনর্গঠন ও শক্তিশালী করাই ছিল এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য। এ প্রকল্পের আওতায় শিশু আইন ও শিশু বিচার ব্যবস্থার উপর বিচারক, আইনজীবী, পুলিশ বাহিনীর সদস্য এবং সরকারি কর্মকর্তাগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়া Gap Analysis Report এবং Draft Children Code প্রণয়ন করা হয়েছে। সমাপ্ত প্রকল্পের কার্যক্রম অব্যাহত রাখা এবং অসমাপ্ত কার্যক্রম বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণের লক্ষ্যে পুনরায় "পলিসি এডভোকেসী এন্ড লেজিসলেটিভ রিফর্ম ফর চিলড্রেন" শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় অধিকতর কার্যকরী শিশু অধিকার ভিত্তিক নীতি ও আইন-কানুন প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে শিশুর সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। প্রকল্পটি মূলত একটি গবেষণাধর্মী প্রকল্প। প্রকল্পের আওতায় শিশু আইন এবং শিশু

বিচার ব্যবস্থার সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট সকল কার্যালয়, কর্তৃপক্ষ বা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা এই প্রকল্পের অন্যতম মূল উদ্দেশ্য, যা চলমান রয়েছে। "প্রমোটিং একসেস টু জাসটিস এন্ড হিউম্যান রাইটস ইন বাংলাদেশ" প্রকল্পটি ইউএনডিপি-র আর্থিক সহায়তায় লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। উক্ত প্রকল্প সাফল্যের সাথে গত জুলাই ২০০৭ হতে জুন ২০১২ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়েছে এবং ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত আরো আড়াই বছরের জন্য এর সময়সীমা বর্ধিত করা হয়েছে। প্রথম তিন বছর প্রকল্পটির দুটি মূল বিষয় বা কম্পোনেন্ট যথা: মানবাধিকার রক্ষা এবং আইনগত সুবিধা লাভের অধিকার সুনিশ্চিত করার বিষয়ে কাজ করেছে। প্রকল্পটি বর্তমানে নিম্নবর্ণিত তিনটি মূল কম্পোনেন্ট, যথা- আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কৌশলগত ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত দক্ষতা বৃদ্ধি, আইনগত সহায়তা প্রদানের সুযোগ বৃদ্ধি এবং আইন সংস্কার (বিচার ব্যবস্থার উন্নতির লক্ষ্যে বিকল্প পদ্ধতিতে বিরোধ নিষ্পত্তিসহ দেওয়ানি কার্যবিধি ও ফৌজদারি কার্যবিধিসহ অন্যান্য প্রাসঙ্গিক আইন সংস্কারের বিষয়ে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান) এর উপর কাজ করছে। এছাড়া সরকারি আইন কর্মকর্তা ও আইনজীবীগণকে মানবাধিকার বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য লিগ্যাল এডুকেশন ট্রেনিং ইন্সস্টিটিউট এর মাধ্যমে কয়েকটি মৌলিক প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পন্ন করেছে। ঢাকা, খুলনা ও সিলেটে আয়োজিত এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে ৩৬টি জেলার ১৭৫ জন আইন কর্মকর্তা ও আইনজীবী অংশগ্রহণ করেছেন। আইন সংশ্লিষ্ট গবেষণা কাজের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য অ্যাটর্নি-জেনারেল অফিসে ৩২টি গুরুত্বপূর্ণ আইনের বই, অন-লাইন লিগ্যাল রিসার্চের জন্য একটি সিডি রম ও ৪০ জন আইন কর্মকর্তাকে এ বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পের একটি অন্যতম উদ্দেশ্য হলো সরকারি খরচে আইনগত সহায়তা কার্যক্রম গতিশীলকরণের মাধ্যমে দেশের অসহায়, দরিদ্র এবং সুবিধা বঞ্চিত মানুষের আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার নিশ্চিত করা। সরকারি আইনগত সহায়তা কার্যক্রম জোরদার করতে প্রকল্পের তরফ থেকে জাতীয় ও জেলা লিগ্যাল এইড কমিটির প্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠান, জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার ওয়েবসাইট তৈরি, উহার আইসিটি ব্যবস্থার উন্নয়ন, হটলাইন চালু করা, লিগ্যাল এইড বিষয়ে বিজ্ঞাপন তৈরি ও প্রচার, উপজেলা ও ইউনিয়ন কমিটির গঠন ও কার্যাবলি বিষয়ক নির্দেশিকা প্রকাশনা, ইত্যাদি কার্যক্রম করা হয়। এছাড়া জেলা পর্যায়ে পাঁচটি জেলায় পাইলট কার্যক্রম গ্রহণ, জেলা পর্যায়ের লিগ্যাল এইড অফিস আধুনিকায়ন, জেলা লিগ্যাল এইড অফিসে মনিটরিং স্টাফ নিয়োগ, জেলা কমিটির সাথে উপজেলা ও ইউনিয়ন কমিটির সমন্বয় সভা, পাইলট জেলায় লিগ্যাল এইড বিষয়ক বিলবোর্ড বসানো, প্যানেল আইনজীবী ও লিগ্যাল এইড কমিটির সদস্যদের মধ্যে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠান করা হয়েছে। নারী ও মেয়েদের ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক আচরণ হ্রাস এবং সম-অধিকার ও নারীর ক্ষমতায়ন এবং নারীর মানবাধিকার সংরক্ষণ করার লক্ষ্যে জাতীয় সংসদের মহিলা সদস্যগণকে CEDAW বাস্তবায়নে সচেতন করে তোলা এবং নারী নির্যাতন ও বৈষম্যমূলক আচরণ রোধে দেশে সামগ্রিক বিচার ব্যবস্থায় CEDAW কনভেনশন বাস্তবায়নে সহায়তা করার লক্ষ্যে এ বিভাগের অধীনে "ইমপ্লিমেন্টেশন অফ সিডো ফর রিডিউসিং ভায়োলেন্স এগেইনস্ট ওমেন" প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়। প্রকল্পের অধীন বরিশাল বিভাগের সকল জেলার বিচারক, আইনজীবী, পুলিশ কর্মকর্তা ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও নির্ধারিত জনপ্রতিনিধিগণের সমন্বয়ে ২৬/১২/২০১১ তারিখে বরিশাল সার্কিট হাউজস্থ মিলনায়তনে Orientation Programme On CEDAW অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া, জুডিসিয়াল ও সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটগণ এবং লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের কর্মকর্তাগণকে ২৩-২৪ ডিসেম্বর, ২০১১ তারিখে বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনিস্টিটিউটে Implementation of CEDAW Reducing Violence Against Women Through Judicial System শীর্ষক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রকল্পের অধীন সিডো বেঞ্চবুক এবং একটি ট্রেনিং ম্যানুয়াল প্রস্তুত করা হয়।

সপ্তম অধ্যায়ে বিবেচ্য সময়কালে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সহায়তায় প্রণীত আইনসমূহের তালিকা উল্লেখ করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে বিগত পাঁচ বছরে এ বিভাগের সহায়তায় প্রণীত ২৭১ টি আইন এবং ২৯ টি অধ্যাদেশের তালিকা রয়েছে।

অষ্টম অধ্যায়ে উক্ত সময়কালে এ বিভাগের সহায়তায় প্রণীত ও জারিকৃত এস.আর.ও সমূহের তালিকা উল্লেখ করা হয়েছে। এ বিভাগের সহায়তায় প্রণীত ও জারিকৃত ১৮৭৪টি প্রজ্ঞাপনের তালিকা এ অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

নবম অধ্যায়ে এ বিভাগের মুদ্রণ ও প্রকাশনা শাখা কর্তৃক পাঁচ বছরে প্রকাশিত পুস্তকসমূহের তালিকা উল্লেখ করা হয়েছে।